সিপিডি গবেষণা

ব্যক্তিখাতের আয়কর আহরণে বাংলাদেশের সম্ভাবনা

জরীপ তথ্যের নিরীক্ষণ

নিম্ন আয় হতে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশের তালিকায় স্থান লাভ, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যসমূহ অর্জনে বিপুল সম্পদের সংস্থান, বৈশ্বিক রাজনীতি এবং অর্থনীতির অস্থিরতা, এবং স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) হতে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে বাংলাদেশের আসন্ন উত্তরণের প্রেক্ষিতে জাতীয় পর্যায়ে রাজস্ব আহরণের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান। দুঃখজনকভাবে, জাতীয় আয়ের (জিডিপি) অনুপাতে রাজস্ব সংগ্রহ এবং কর আহরণ – উভয় ক্ষেত্রেই কোন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাম্প্রতিক সময়ে পরিলক্ষিত হয়নি, যা সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ।একই সাথে উন্নয়নশীল দেশসমূহের তুলনায় রাজস্ব আদায় পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ বহুলাংশে পিছিয়ে রয়েছে।

আয়কর আহরণ কেবলমাত্র রাজস্ব আদায়েই অবদান রাখে না বরং একটি সমতাভিত্তিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠাতেও অবদান রাখে। এই পরিপ্রেক্ষিতে, ব্যক্তিখাতের আয়কর আহরণে বাংলাদেশের সম্ভাবনার মাত্রা নিরূপণ, অনাহরিত অংশ থেকে সর্বোচ্চ মাত্রায় সংগ্রহের জন্য যথোপযুক্ত নীতি প্রণয়ন এবং রাজস্ব সংগ্রহের সক্ষমতা বিকাশ অত্যন্ত জরুরী। বর্তমান গবেষণাটির প্রাথমিক লক্ষ্য সর্বসাম্প্রতিক উপাত্ত বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিখাতের আয়কর আহরণে বাংলাদেশের সম্ভাবনার মাত্রা ও সম্ভাব্য কর প্রদানকারীদের সংখ্যা প্রাক্কলন করা। এ জন্যে খানা আয়-ব্যয় জরীপ (HIES) ২০০৫ এবং ২০১০ এর উপাত্ত ব্যবহৃত হয়েছে।একই সাথে কর ব্যবস্থায় অনুবর্তী অংশগ্রহণের মূল নির্ণায়কগুলো যাচাইয়ের জন্য ২০১৮ সালে বাংলাদেশের ২১টি জেলায় কর প্রদানে সমর্থ ১২০০ ব্যক্তির ভেতরে একটি জাতীয় পর্যায়ে প্রতিনিধিত্বমূলক ধারণা জরীপ (perception survey) চালানো হয়েছে।

গবেষণালব্ধ উল্লেখযোগ্য তথ্যসমূহ

খানা আয়-ব্যয় জরীপের উপাত্ত বিশ্লেষণ

- খানা আয়-ব্যয় জরীপের তথ্যানুযায়ী, ২০১০ সালে সম্ভাব্য করদাতাদের মধ্যে কেবল ২৭.৩% আয়কর প্রদান করেছেন। যদিও ২০০৫ সালে এই অনুপাত ছিল ১১.২%।
- প্রকৃত করদাতার সংখ্যা দ্বিগুণ করা গেলে, ২০১০ সালের হিসাব অনুযায়ী আয়কর-জিডিপি অনুপাত ১.৫ শতাংক (percentage point) বৃদ্ধি করা যেত।
- ২০০৫ থেকে ২০১০ সালে করদাতাদের সংখ্যাবৃদ্ধির মূল কারণ ছিল শহর ও ক্ষুদ্র মহানগর অঞ্চলে কর প্রদানকারীদের অধিকতর অংশগ্রহণ।
- বর্তমান গবেষণায় দেখা যায়, বাংলাদেশে কর ব্যবস্থায় অধিকতর অংশগ্রহণের পেছনে করদাতাদের শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, প্রযুক্তিগত জ্ঞান, এবং ভৌগলিক অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

২০১৮ সালের ধারণা জরীপের ফলাফল

- ২০১৮ সালের ধারণা জরীপের তথ্যানুযায়ী কেবলমাত্র ৩২% সামর্থ্যবান ব্যক্তি বিগত বছর আয়কর প্রদান করেছেন। এমনকি সবচেয়ে উচ্চ আয়ের ২৫% ব্যক্তিদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ আগের বছর আয়কর প্রদান করেননি। তবে তার মানে এই নয় যে যারা কর প্রদান করেছেন তারা কোনরূপ করফাঁকি দেননি।

- জরীপে অংশগ্রহণকারী ৭৫% ব্যক্তি মনে করেন কর ব্যবস্থা ধনী/ অভিজাত শ্রেণীর প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট।
- জরীপে অংশগ্রহণকারী ৫০% ব্যক্তি মনে করেন বর্তমান কর ব্যবস্থা অত্যন্ত জটিল। গতবছর কর দিয়েছেন এরকম ব্যক্তিদের মধ্যে ৫৪% এই ধারণা পোষণ করেন।
- ৮৫% অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি মনে করেন সরকারি সেবার সরবরাহ এবং তার গুণগত মান বৃদ্ধি পেলে জনগন কর প্রদানে উৎসাহী হবেন।
- অংশগ্রহণকারী ৬৫% ব্যক্তি মনে করেন কর ব্যবস্থায় দুর্নীতি বিরাজমান।অপেক্ষাকৃত ধনীদের মধ্যে ৬৯% এরূপ ধারণা পোষণ করেন।
- কেবলমাত্র ৩৮% ব্যক্তি মনে করেন কর প্রদানের সুবিধা তাদের এলাকায় সহজলভ্য। তবে গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী ব্যক্তিদের মধ্যে মাত্র ২৯% এরূপ মনে করেন।

নীতিনির্ধারকদের প্রতি সুপারিশমালা

- অধিকতর শিক্ষিত ও আনুষ্ঠানিক খাতে কর্মরতদের কর প্রদানের সম্ভাবনা বেশি বিধায় আনুষ্ঠানিক খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা।
- তুলনামূলক নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য সহজতর রিটার্ন দাখিলের ব্যবস্থা করা, যাতে তারা স্বতঃপ্রণোদিতভাবে রিটার্ন দাখিল করেন। একই সাথে তাদের জন্য প্রণোদনার ব্যবস্থা করা যেমন সরকারি সেবাসমূহে অগ্রাধিকার।
- কর অফিসসমূহের ভৌগলিক বিস্তৃতি এবং তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা, যাতে কর ব্যবস্থার নাগাল পাওয়া সহজ হয়।বিশেষত গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারীদের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ।
- করনীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের সময় অংশগ্রহণমূলক ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়া অনুসরন করা। একই সাথে যেকোন নীতি প্রণয়নের আগেই যথাযথভাবে এর প্রভাব বিশ্লেষন করা।
- কর অফিসকে একটি দুর্নীতিমুক্ত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করে এর প্রতি মানুষের আস্থা বৃদ্ধি করা।
- ধনী অথচ কর ফাঁকি দেন এরকম ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করাকে প্রাধিকার দেওয়া।
- সমতাভিত্তিক কর ব্যবস্থা বিকশিত করা। এই প্রেক্ষিতে অধিকতর ন্যায্য এবং আধুনিক সম্পত্তি ও সম্পদ কর চালু করা।
- সরকারি সেবার সরবরাহ এবং গুণগত মান বৃদ্ধি পেলে জনগন কর প্রদানে উৎসাহী হন বিধায় সরকারি সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা। এই ক্ষেত্রে সরকারি ব্যয় পর্যালোচনা কমিশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনগণের করের অর্থ অপব্যবহার হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখা।
- ভবিষ্যত প্রজন্মের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারের উদ্যোগে স্কুল পর্যায়েই কর ব্যবস্থায় অংশ নেওয়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাদান করা।
- কর ব্যবস্থার সঠিক বিশ্লেষণের জন্য যথাযথ মানের তথ্য যথাসময়ে অবমুক্ত করা।

সিপিডি'র পক্ষ থেকে এ গবেষণা কার্যক্রমটি পরিচালনা করেছেন প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো জনাব তৌফিকুল ইসলাম খান, রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট জনাব মুনতাসির কামাল, এবং প্রাক্তন ভিজিটিং রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট জনাব ফাইয়াজ তালুকদার।